প্রথম আলো

তারিখ 01 NOV 2012 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

সেশনজটে বিপর্যস্ত ১২ লাখের বেশি শিক্ষার্থী

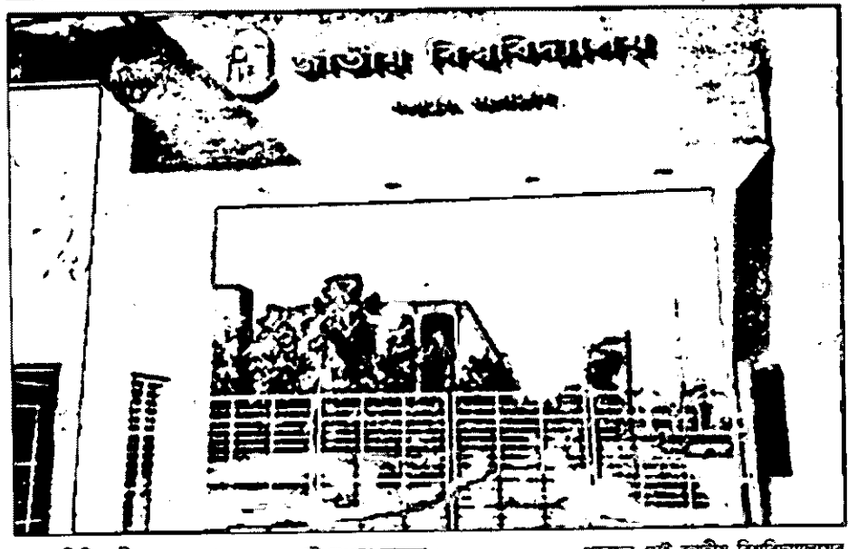

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান ও মাস্টার্স করতে লাগছে সাত-আট বছর

মোশতাক আহমেদ ●

দীর্ঘ সেশনজটে বিপর্যস্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর ১২ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। চার বছরের সম্মান ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে তাঁদের সময় লাগছে সাত থেকে আট বছর। এতে করে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশসহ নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।

দেশের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কমে এলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে না কমায় এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা।

অভিযোগ উঠেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা প্রশাসন সেশনজট কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

প্রতি বর্ষেই কম-বেশি জট: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কলেজশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষেই দুই-আড়াই বছরের সেশনজট বেঁধেছে। মাস্টার্সে গিয়ে নতুন করে ভর্তি হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে তা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

যেসব শিক্ষার্থী ২০০৬ সালে এইচএসসি পাস করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁরা এখনো চতুর্থ বর্ষ (চূড়ান্ত) পরীক্ষা দিতে পারেননি। অথচ এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০১০ সালে। সর্বশেষ গত ২১ অক্টোবর থেকে পরীক্ষা শুরুর তারিখ স্থির হয়। তা-ও আবার পিছিয়ে ১২ নভেম্বর করা হয়েছে। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে মাস্টার্সে ভর্তি হতে আরও এক বছর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সম্মান ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, একই সঙ্গে এইচএসসি পাস করে তাঁদের যেসব বন্ধু বা সহপাঠী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁরা শুধু সম্মান নয়, মাস্টার্সও শেষ করেছেন। অনেকে চাকরিও করছেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই শিক্ষাবর্ষে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা মাস্টার্সও শেষ করেছেন।

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে পরের শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্র বলেন, তৃতীয় বর্ষ শেষ করে কিছুদিন আগে তাঁরা চতুর্থ বর্ষে উঠেছেন। অথচ চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০১১ সালে।

২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা মাত্র প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছেন। এভাবে প্রত্যেকটি বর্ষে সেশনজট।

ডিগ্রি পাস কোর্সের অবস্থা আরও খারাপ। ২০১০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বর্ষ পরীক্ষা এখনো হয়নি। অথচ আরেকটি ব্যাচ প্রথম বর্ষে পড়ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দুই হাজার ৩৫০টি অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি। প্রতিবছরই এই সংখ্যা বাড়ছে।

নেত্রকোনা সরকারি কলেজের মাস্টার্সের এক শিক্ষার্থী হতাশা ব্যক্ত করে টেলিফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা সবদিক দিয়েই পিছিয়ে গেছি। সরকারকে অনুরোধ করব, যেখানে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পড়ছেন সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে সুনজর দিতে।'

শুরুই এক বছরের জট নিয়ে: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার শেষে। চলতি ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ভর্তির পরীক্ষা হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ ও ভর্তির কাজ শেষ হতে এপ্রিল-মে লেগে যাবে। এরপর ক্লাস শুরু হবে।

এ রকম দেরি হয় প্রতিবছরই। অর্থাৎ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ক্লাসই শুরু হচ্ছে এক বছরের সেশনজট মাথায় নিয়ে।

এ নিয়ে জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি শেষ করে ক্লাস শুরু করতেই এক বছর চলে যায়। সম্মান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে মাস্টার্সে ভর্তির সময়ও প্রায় এক বছর দেরি হয়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, কেন্দ্র সমস্যা, বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপাতে দেরিসহ বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা নিতে দেরি হয়। তিনি বলেন, এ ছাড়া আরেকটি বড় সমস্যা হলো দুটি পরীক্ষা একসঙ্গে নেওয়া যায় না। তবে এবার সম্মান পরীক্ষা হওয়ার পর পরই মাস্টার্সে সাময়িক (প্রভিশনাল) ভর্তি নেওয়া হবে। আর আগামী বছর সম্মান কোর্সে এক বছর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষ পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

প্রশাসনের ব্যর্থতা: বর্তমান সরকার নানা সমস্যার কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে আগের মতো বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের কলেজ শিক্ষা পরিচালনার চিন্তা করেছিল। পরে সেই উদ্যোগ থেকে সরে আসে সরকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত কাজী শহীদুল্লাহকে। সহ-উপাচার্যসহ অন্য শীর্ষ পদগুলোতেও বর্তমান সরকার-সমর্থকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রশাসন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রমের উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তার ওপর আবার প্রায় এক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিচ্যুতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতায় সেশনজট আরও বেড়ে যায়।

সেশনজট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি এ পর্যন্ত কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। মন্ত্রণালয় সেশনজট কমানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কয়েক দফা ডেকে এনে নির্দেশ দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল সংকট, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এখানে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়াসহ কয়েকটি কারণে এই সেশনজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই সমস্যা কাটিয়ে তোলার জন্য বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, সেশনজটের জন্য ভর্তি পরীক্ষা দেরিতে নেওয়াসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।